দর্শনায় ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা নফর দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি জয়নাল আবেদিন নফরকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী। এসময় তার স্বীকারোক্তিতে তার বাড়ি থেকে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে তাকে সেনাবাহিনী দর্শনা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে।

গ্রেপ্তারকৃত জয়নাল আবেদিন নফর ওরফে হাতকাটা নফর দর্শনার পৌর এলাকার ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং দর্শনা পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র। তার বিরুদ্ধে একাধিক হত্যা ও স্বর্ণ চোরাচালানসহ ১০টি মামলা রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার (১৮ নভেম্বর) দুপুর ২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টমোড় এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তিতে ওই দিন রাতে নফরের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তার বাড়ি থেকে ২টি রামদা, একটি চাইনিজ কুড়াল, একটি ছুড়ি ও ৬টি চাপাতি উদ্ধার করা হয়। পরে আজ মঙ্গলবার তাকে দর্শনা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা আর্মি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর জানান, নফরের বিরুদ্ধে স্বর্ণ, মাদক চোরাকারবারী, অবৈধ অস্ত্র, হত্যা, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন থানায় মোট ১০টি মামলা রয়েছে। তিনি এলাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারি হিসেবে পরিচিত।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর জানান বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা থানায় নফরকে দেশীয় অস্ত্রসহ সেনাবাহিনী সোপর্দ করেছে। আজ বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

মৌসুমের শুরুতেই শীতে জবুথবু চুয়াডাঙ্গা, তাপমাত্রা ১৪.২ ডিগ্রি

চলতি বছরে মৌসুমের শুরুতেই শীতে জবুথবু চুয়াডাঙ্গা। গত কয়েকদিন ধরে বিকেল থেকেই তাপমাত্রা কমার সাথে বাড়ছে শীতের তীব্রতা।

আজ সোমবার চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রার পারদ নেমে এসেছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এ সময় বাতাসের আদ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ। সকাল ৯টায় এ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যায়, আজ সোমবার (১৮ নভেম্বর) সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আদ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ। যা চলতি মৌসুমে জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

দামুড়হুদার রিকশাচালক খোকন মিয়া বলেন এখনই হাত-পা মনে হচ্ছে বরফ হয়ে আসছে। সন্ধার পর শীত বাড়ে। আর কয়েকদিন পর রিকশা চালানো কষ্টকর হয়ে যাবে।

চুয়াডাঙ্গার প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের জ্যেষ্ঠ পর্যবেক্ষক রকিবুল হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, গত ১৫ নভেম্বর থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলায় তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে। আজ এ জেলায় সকাল ৯টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আদ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ। তিনি আরও জানান, গরমের মধ্যে হটাৎ করে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় শীত বেশী অনুভূত হচ্ছে।

দামুড়হুদায় ৮০ লিটার চোলাই

মদসহ মাদক কারবারি আটক

দামুড়হুদায় ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৮০ লিটার চোলাই মদসহ আশরাফুল ইসলাম (৪০) নামের একজন মাদক কারবারিকে আটক করেছে।

আজ সোমবার সকাল ৬ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর গ্রামের পুর্ব পাড়ায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটকৃত আশরাফুল ইসলাম উপজেলার দর্শনা থানার পরানপুর গ্রামের স্কুল পাড়ার মৃত আলী কদরের ছেলে। আজ সোমবার দুপুর ২টায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

ডিবি পুলিশ সূত্রে জানাযায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার সকাল ৬টায় জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ মশিয়ার রহমানের তত্বাবধানে এস আই মুহিদ হাসান সঙ্গীয় ফোর্সসহ দামুড়হুদা থানাধীন লোকনাথপুর গ্রামের পুর্ব পাড়ায় অভিযান পরিচালিত করেন। এ সময় আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী আশরাফুল ইসলাম কে লোকনাথপুরের শাকিলের বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে ৮০ লিটার চোলাই মদসহ আটক করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ হুমায়ুন কবির বলেন, ডিবি পুলিশের অভিযানে মাদকসহ আশরাফুল ইসলাম নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। দামুড়হুদা থানায় আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনা পৌরসভার উন্নয়নে সকল নাগরিকের হোলডিং কর ও বকেয়া বিল পরিশোধের ব্যাপারে সর্তক করলেন পৌর প্রশাসক

দর্শনা পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পৌর বাসির উচিত হোলডিং কর ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ সহ বকেয়া বিল পরিশোধ করার

ব্যাপারে ব্যাবসায়ীদের সর্তক করলেন পৌর প্রশাসক তাসফিকুর রহমান । শনিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা রেলবাজারের মুদি, ব্যাবসায়ী চাউল ব্যাবসায়ী ও মাছ,মাংসের দোকানদের সর্তক করেন। ব্যাবসায়ীদের বিভিন্ন সম্যাসার বিষয় নিয়ে পরিদর্শন করেন দর্শনা পৌর প্রশাসক এবং দামুড়হুদা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) কেএইচ তাসফিকুর রহমান।
এ সময় তিনি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য বলেন, “পৌরসভার উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য আপনাদের যথাযথ সময়ে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণের মাধ্যমে পৌরসভার সেবার মান বৃদ্ধি হতে পাবে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। যে সকল ব্যবসায়ীরা এখন পযর্ন্ত ট্রেডলাইসেন্স গ্রহন করেন নাই তারা ১ সপ্তাহে মধ্য ট্রেডলাইসেন্স গ্রহন সহ হোলডিং কর পরিশোধ করবেন।আগামীতে আপনাদের সাথে কথা হবে আইনের ভাষায়।
দর্শনা রেলবাজার পরিদর্শন কালে আরও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত সচিব প্রকৌশলী মোঃ সাজেদুল আলম, কর নির্ধরাক মোঃ সরওয়ার হোসেন, প্রধান সহকারী মোঃ রুহুল আমিন খান, কর আদায়কারী মোঃ আরফিন হোসেন,ট্রেড লাইসেন্স পরিদর্শক মোঃ মমিনুল ইসলাম,দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, উচ্চমান সহকারী শাহ আলম প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় মোটর সাইকেলসহ সবুজকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার সকল আসামীকে গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবীতে বিক্ষোভ ও মানব বন্ধন

আলমডাঙ্গায় মোটর সাইকেলসহ সবুজকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার আসামীদের বিচারের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানব বন্ধন কর্সসুচী পালন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে বাদেমাজু গ্রামবাসী থানার সামনের সড়কে এ বিক্ষোভ ও মানব বন্ধন কর্সসুচীর আয়োজন করেন।

মাবন বন্ধন ও বিক্ষোভকারীরা হত্যার ঘটনা সঠিক তদন্তের মাধ্যমে

আসামীদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবী জানান। তারা জানান, পুলিশ ৩ জন আসামীকে আটক করে প্রেস ব্রিফিং করলেও হত্যায় জড়িত সকল আসামীকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। অবিলম্বে ঘটনায় জড়িত সকল আসামীকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে নিহত তুষার আহম্মেদ সবুজের মা তসুরা বেগম, বাবা জয়নাল আবেদিন ও মামা নাহারুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। এলাকার তিন শতাধিক নারী-পুরুষ মানববন্ধনে অংশ গ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে নিহত তুষার আহম্মেদ সবুজের মা তসুরা বেগম বলেন, গত মঙ্গলবার বিকেলে অজ্ঞাত একটি মোবাইলে তাঁর ছেলেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত ৯ পর্যন্ত তাঁর ছেলে সবুজের সাথে যোগাযোগ হলেও পরে মোবাইল ফোন বন্ধ থাকে। সেদিন রাতে বাড়ি না ফেরায় নিকটতম আত্নীয় ও বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করা হয়। পরেরদিন বুধবার সকালে ফরিদপুর গজারিয়া মাঠে আগুনে পোড়া লাশ পাওয়া যায়।

কান্নাজড়িত কন্ঠে তিনি বলেন, আমার সোনাকে যারা মেরেছে তাদের বিচার চাই, সবুজ হত্যার বিচার চাই, খুনি সাগরের বিচার চাই। যারা এখনো ধরা পড়েনি তাদের দ্রুত আটক করে শাস্তির দাবি করেন। এসময় তসুরা খাতুন ছেলে হারানোর শোকে বারবার মোর্চা যাচ্ছিলেন।

নিহত তুষার আহম্মেদ সবুজের পিতা জয়নাল আবেদীন বলেন, আমি একজন দরিদ্র কৃষক। আমার একমাত্র ছেলেকে যারা নির্মমভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে তাদের সকলকে দ্রুত আইনের আওতায় এনে ফাঁসির দাবী জানাচ্ছি।

প্রসঙ্গত, আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গজারিয়া মাঠ নামক নির্জন মেহগনি বাগান থেকে বুধবার (১৩ নভেম্বর) সকালে পুলিশ মোটর সাইকেলসহ তুষার আহম্মেদ সবুজ (২১)’র পোড়ানো মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত সবুজ উপজেলার বাদেমাজু গ্রামের গরু ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীনের ছেলে। তিনি পুরাতন মোটরসাইকেল ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা করতেন।

গ্রামসূত্রে জানা যায়, ১২ নভেম্বর সন্ধ্যায় সবুজ বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন জনৈক এক যুবকের ফোন পেয়ে। রাতে সে আর বাড়ি ফেরেনি। সকালে সংবাদ পাওয়া যায় উপজেলার ফরিদপুর গজারিয়া নামক মাঠের মেহগনি বাগানে মোটর সাইকেলসহ তার পুড়ে যাওয়া মরদেহ পড়ে রয়েছে। সংবাদ পেয়ে পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, অতিরিক্ত পুলিশ

সুপার আনিসুজ্জামান লালন, আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

তিনি মূল রহস্য উদঘাটনসহ ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের জন্য দিক নির্দেশনা দেন। এসপির দিক নির্দেশনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান,আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি টিম গত ১৪ নভেম্বর ভোরে অভিযান পরিচালরা করেন। এ সময় পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের সাহাদ আলীর ছেলে সাগর আলী ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়ার মৃত ইউসুফ আলী বিশ্বাসের ছেলে জহুরুল ইসলাকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ বকসিপুর গ্রামের লাল্টু আলীর ছেলে নাজমুল হক পাপ্পুকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এ গ্রেফতারের ঘটনায় গত ১৫ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান প্রেস ব্রিফিং করেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি উল্লেখ করেন আটককৃতদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে আমামী সাগর হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে হত্যার বর্ণনা প্রদান করে। এবং স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ আদালতে দোষ স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রদান করে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উল্লেখ করা হয় এ হত্যাকান্ডের আগে পৌর এলাকায় অবস্থিত সরকারি ফুড গোডাউনের মধ্যে হত্যার বিষয়ে ফুড গোডাউনের নৈশপ্রহরী জহুরুল ইসলামসহ কয়েকজন একাধিক বৈঠক করে বলে পুলিশের তদন্তে এ তথ্য উঠেছে । ঘটনার সাথে জড়িত আরও কয়েকজনকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।
গ্রেফতার কৃত তিন আসামীকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

দর্শনার শ্যামপুরে দুই দিনে ২টা বিষধর সাপ রাসেলস ভাইপার

মারলেন গ্রামবাসী

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় শ্যামপুর গ্রামের মাঠে দুই দিনে ২টা বিষধর সাপ রাসেলস ভাইপার মারলেন গ্রামের কিছু যুবক ও কৃষক। গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার দিকে ও গত শুক্রবার সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার শ্যামপুর গ্রামের কবরস্থানের পাশে একটি মাঠ থেকে দু’দিনে ২টা বিষধর সাপ রাসেলস ভাইপার মারা হয়।

জানাগেছে, গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার দিকে শ্যামপুর গ্রামের কয়েকজন যুবক মাঠ পরিদর্শন ও ঘাস কাটার উদ্দেশ্যে গ্রামের সরকারি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো এ সময় পাশের বেগুন ক্ষেতে একটি রাসেলস ভাইপার সাপ দেখতে পেয়ে তারা আতকে ওঠে পরে তারা দ্রুত লাঠিসোঁটা নিয়ে সেই সাপটি মারে এবং গ্রামের লোকজনদের দেখিয়ে পরে মাটিতে পুতে ফেলে। ঠিক একই মাঠে পাশের আরেকটি কৃষি জমিতে একজন কৃষকের স্ত্রী এই সাপ দেখতে পেয়ে আতকে ওঠে পরে আশপাশের কয়েকজন ডেকে পরে সাপটি মারা হয়।

বেশ কিছুদিন আগেও যেই রাসেলস ভাইপার নামক বিষধর সাপ সারা দেশ সহ বিশ্ব ব্যাপী আতঙ্ক সৃষ্টি করে তবে মাঝে কিছু কিছু স্থানে বেশ কিছু এই বিষধর সাপ মারার পর মাঝে অনেকটাই স্থির হয়ে গেছিলো এই রাসেলস ভাইপার নামক বিষধর সাপ আতঙ্ক কাজ করছে কৃষক ও সাধারন মানুষের মাঝে। তবে হঠাৎই আবার যেন এই সাপের দেখা মিলছে। যার ফলে দর্শনা পৌর এলাকার শ্যামপুর গ্রাম সহ পুরো দর্শনা জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছে এই রাসেলস ভাইপার সাপ আতঙ্ক।

আলমডাঙ্গায় ১১ কেজি গাঁজাসহ বৃদ্ধা নারী আটক

আলমডাঙ্গা উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে ১১ কেজি গাঁজাসহ এক বৃদ্ধা নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব-১২। উদ্ধার করা গাঁজার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৫ লাখ টাকা।

শনিবার বিকেলে র্যাব-১২ এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে বিষয়টি জানানো হয়। আটক ওই নারীর নাম ফজিলা খাতুন (৬০)।

প্রেস রিলিজ সূত্রে জানাযায়, শনিবার সকালে উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের আব্বাস আলীর বাড়িতে অভিযান চালায় র্যাব-১২ একটি দল। এসময় তার টিনের রান্না ঘরে তল্লাশি চালিয়ে ষ্টীলের বাক্সের মধ্য থেকে ১০ কেজি ৮০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। এছাড়া দুর্লভপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের স্ত্রী ফজিলা খাতুনকে আটক করা হয়।

অভিযানে অংশ নেন র্যাব-১২, সিপিসি-৩’র কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ পিপিএম ও স্কোয়াড কমান্ডার এএসপি মোঃ এনামুল হক।

দামুড়হুদায় পরিবহন কাউন্টারের নেতৃবৃন্দের সাথে ওসির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় অবস্থিত সকল পরিবহনের কাউন্টারের নেতৃবৃন্দের সাথে গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা কাস্টমমোড়ে অবস্থিত দর্শনা ডিলাক্স পরিবহন কাউন্টার রুমে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)হুমায়ন কবির মতবিনিময় সভা করেন ।

এ সময় তিনি আন্ত:জেলা ডাকাত রোধকল্পে সচেতনতা মূলক আলোচনা করেন।এসময় তিনি কার্পাসডাঙ্গা থেকে ছেড়ে যাওয়া ও আসা পরিবহন গুলোর সময় সূচি জেনে নেন।সেই সাথে যাত্রীদের নির্বিঘ্নে চলাচলে যাবতীয় আইনগত সহায়তা সহ নিরাপত্তা জোরদারে প্রতিশ্রুতি ব্যাক্ত করেন।যাতে করে পথে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা না ঘটে তার জন্য পুলিশ সচেতন ও সজাগ আছে বলেও জানান তিনি।তাছাড়াও যেকোন সময় যে কোন প্রয়োজনে তার সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এস আই নিয়ামুল হক,এ এস আই সাইদুর রহমান,দর্শনা ডিলাক্স পরিবহন কাউন্টার ম্যানেজার কার্পাসডাঙ্গা শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারন সম্পাদক আ:মতিন,পূর্বাশা পরিবহন কাউন্টার ম্যানেজার কার্পাসডাঙ্গা শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি আ:হাই,দর্শনা ডিলাক্স কোচের ম্যানেজার অরুন মন্ডল,গোল্ডেন লাইন পরিবহনের ম্যানেজার সামাদ প্রমুখ।

দামুড়হুদায় শুরু হয়েছে গাছে ভাঁড় পেতে সুমিষ্ট স্বাদের রস আহরণ শেষে গুড় তৈরি

পারদর্শী গাছিদের নিপুণ হাতের ছোঁয়াতে ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে গাছের পরিচর্যা। সম্পন্ন হয়েছে সকল প্রস্তুতি। ফলে দামুড়হুদায় বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা গাছে গাছে ভাঁড় পেতেছেন সুমিষ্ট স্বাদের রস আহরণ শেষে গুড় তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন উপজেলার গাছিরা।বৈচিত্র্যময় ছয় ঋতুর দেশ আামদের বাংলাদেশ। দেশের ঋতু গুলোর রয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

আর এ ঋতু বৈচিত্র্যের পরিবর্তনের জন্য রাতের শেষে জানান দিচ্ছে শীত।দক্ষিণ – পশ্চিমাঞ্চলের প্রকৃতিতে বইতে শুরু হয়েছে শীতের আগমনী বার্তা। শিশির ভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশায় প্রস্তুত হচ্ছেন শীত। প্রকৃতি সেজেছে অনিন্দ্য সুন্দর রূপে। প্রাম- বাংলার ঐতিহ্যবাহী অবহেলিত এ খেজুর গাছগুলোকে নতুনরূপে সাজিয়ে তোলার প্রস্তুতি শেরে গাছ থেকে খেজুরের সুমিষ্ট স্বাদের রস আহরণের প্রস্তুতিতে দামুড়হুদায় গাছিরা। ইতিমধ্যেই উপজেলার সকল গ্রামের গাছিরা হাতে দা কোমরে দড়ি ও হাতের নিপুণ ছোয়াতে গাছ চাঁচাছোলা আর নলি বসানোর কাজ করে পরিচর্যা শেষ করেছেন। গাছের সকল পরিচর্যা আর প্রস্তুতি সম্পন্ন শেষে বর্তমান দামুড়হুদা উপজেলায় বেশ কিছু এলাকায় চলছে গাছ থেকে রস আহরণ করার পর তা জ্বলিায়ে গুড় তৈরির পালা।

শীতের দিন মানেই গ্রামীণ জনপদের মানুষের মাঝে খেজুর রস আর রস থেকে তার গুড়ের মৌ মৌ গন্ধ। শীতের সকালে খেজুরের তাজা রস যে কতটুকু তৃপ্তির তা বলে বোঝানো যাবে না। পাড়ায় পাড়ায় খেজুর রসের পিঠা এবং পায়েসতো খুবই মজাদার।কিছু কিছু গ্রামে রস সংগ্রহ আহরণ শুরু করে গুড় প্রস্তত করা হয়েছে। আর ক’একদিন পরই সংগ্রহ করা হবে রস, রস থেকে শুরু হবে পাটালি ও গুড় তৈরির পর্ব চলবে ফ্লাল্গুন মাস অবধি। চুয়াডাঙ্গা জেলার রস ও গুড়ের সুনাম অর্জন রয়েছেন দেশব্যাপী।

হেমন্তের প্রথমে দামুড়হুদা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গুড়ের হাট জয়রামপুর ষ্টেশন বাজার ও সরোজগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন স্থানে গাছিরা তাদের গুড় নিয়ে আসবেন বাজারে বিক্রি করতে।এসকল গুড়ের হাট থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানের গুড় ব্যবসায়ীরা পাইকারি দরে গুড় কিনে ট্রাক,আলামসাধুর মাধ্যমে চলে যাবেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, জেলার চারটি উপজেলার মোট ২ লাখ ৪৮ হজার ৯৬০ টি খেজুর গাছ রয়েছে।এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৯৩ হাজর ৪৫০, আলমডাঙ্গায় ৩৫ হাজার ৩১০ টি, দামুড়হুদা উপজেলার ৮৩ হাজর ও জীবননগর উপজেলার ৩৬ হাজর ৫০০ টি খেজুর গাছ রয়েছে। জেলা থেকে এ বছরে ২ হাজর ৫০০ মেট্রিক টন গুড় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, যা অর্জনে আশাবাদী। এ জেলার গুড় সুস্বাদু হওয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেয়ে থাকেন।

যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের “মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা মোঃ মাসুম আব্দুল্লাহ’র সাথে কথা বললে তিনি বলেন,গাছিদের গাছ কাটার কাজটি একটি শিল্প। এ জন্য শীত মৌসুমে আসার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ গাছিদের কদর বেড়ে যায় ।এ গাছের রস গুড়ের ঐতিহ্য ধরে রাখতে খেজুর গাছ রক্ষাসহ নতুনভাবে রোপণের উদ্যোগ নেয়া জরুরি। তিনি আরো বলেন, আমাদের বাংলাদেশে পরিকল্পিত ভাবে খেজুর গাছ রোপন ও সংরক্ষণের দরকার। কারণ এ গাছটি অন্যান্য গাছের তুলনায় অধিক গুরুত্ব বহন করেন, অর্থনৈতিক ভাবে বিশেষ ভূমিাক পালন করে চলেন।তাছাড়া খেজুরের ঐতিহ্য ধরে রাখতে দেশি চারার পাশাপাশি বিদেশি চারাও রোপন করা প্রয়োজন। তবে বর্তমান দেশের বিভিন্ন স্থানে খেজুরের জন্য বিদেশি গাছ লাগানো হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের বাছাইকৃত কর্মীদের শিক্ষা বৈঠকে

আলমডাঙ্গায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বাছাইকৃত কর্মীদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৭ টায় দলীয় কার্যালয়ে এ শিক্ষা বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা অঞ্চলের বাছাইকৃত কর্মী শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে রাখেন জেলা আমীর রুহুল আমীন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা আমির বলেন, ভালো মানুষ না হলে ভালো মুমিন হওয়া যায় না। ভালো মানুষ হতে হলে কথা ও কাজের মিল থাকতে হবে। আমরা সমাজের মানুষের কাছে একজন দায়ী হিসেবে কাজ করি।

তিনি বলেন, আমরা এমন একটা দল করি যা হেরে গেলেও জিত বিজয়ী হলেও জিত এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গাতেই লাভ। আমানত রক্ষার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক লিখেছেন চলো চলো চলো মুজাহিদ পথ যে এখনো বাকি, ভোল ভোল ব্যাথা ভোল মুছে ফেল এই আখিঁ। সকল কথা কাজে আমানত রক্ষা করতে হবে। রুকন হয়ে জীবনকে পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন করতে হবে। আমরা রুকন হতে চাই একজনকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য। জামায়াতে ইসলামী আপনার সকল কাজে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে চাই। এছাড়াও তিনি আরো বলেন আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বেশি ভালোবাসবো, কাউকে ভালোবাসবো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এবং কারো ভালোবাসা থেকে বিরত থাকব সেটাও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

বাছাইকৃত কর্মীদের শিক্ষা বৈঠকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার তারবিয়াত বিভাগের সেক্রেটারি জিয়াউল হকের এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান। তিনি সূরা সফ এর উপর দারসূল কুরআন পেশ করছেন । তিনি বলেন আমাদের মনের ভিতরের সকল প্রকার সন্দেহ সংশয় দূর করে সঠিক বুঝ নিয়ে আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে। কাপুরুষদের জন্য ইকামাতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন নয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কর্মপরিষদ সদস্য আলতাফ হোসাইন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আমীর দারুস সালাম, গাংনী আসমানখালী থানা আমীর আব্বাস উদ্দিন, আলমডাঙ্গা পৌর আমির মাহের আলী।

এছাড়াও প্রোগ্রামে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন উপজেলা সেক্রেটারি মুহা. মামুন রেজা, পৌর সেক্রেটারি মুসলিম উদ্দিন, তারবিয়াত সেক্রেটারী বিল্লাল হোসাইন, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারি মোঃ শফিউল আলম বকুল উপজেলা, উপজেলা অফিস সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আমীর আশাদুল হক, ডাউকী ইউনিয়ন আমীর সজিবুর রহমান, উপজেলা প্রচার বিভাগের সভাপতি ও বেলগাছি ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ আমান উদ্দিন, খাসকররা ইউনিয়ন সভাপতি হারুন অর রশিদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।